দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 03 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

মাঠ পর্যায়ে ছাত্রদলের চালচিত্র-২

রাজশাহীতে বিএনপির কোন্দলে ব্যাহত হচ্ছে ছাত্রদলের অগ্রযাত্রা ❑ সিলেটে নতুন কমিটি চান নেতা-কর্মীরা

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত রাজশাহী বিভাগে ছাত্রদলের প্রচুর নেতা-কর্মী রয়েছে। অধিকাংশ জেলায় ছাত্রদলের সাংগঠনিক অবস্থা সুদৃঢ় । তবে বিএনপির আভ্যন্তরীণ কোন্দল ব্যাহত করছে ছাত্রদলের অগ্রযাত্রা। কয়েকটি জেলার বিএনপি নেতৃবৃন্দ ছাত্রদলকে ব্যবহার করছে নিজেদের স্বার্থে। অপরদিকে হযরত শাহজালাল (রঃ) ও শাহপরাণ (রঃ)-এর পূণ্যভূমি সিলেট বিভাগে বিএনপির গ্রুপিং ছাত্রদলে নিতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিএনপি নেতারাই সেখানে ছাত্রদলের গ্রুপিং চাঙ্গা করে রাখছেন। সিলেট বিভাগ ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের মূল দাবী অবিলম্বে নিয়মিত ও মেধাবী ছাত্রদের দিয়ে নতুন কমিটি গঠন। ছাত্রদলকে তৃণমূল পর্যায়ে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে গত ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে বিভাগে বিভাগে প্রেরিত ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি টীমের সাংগঠনিক সফর শেষে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র থেকে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের এ চিত্র পাওয়া গেছে। দেশের ৬টি বিভাগে সাংগঠনিক সফরকালে বিএনপির এক নম্বর যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের দিক-নির্দেশনায় তৃণমূল পর্যায়ে নেতা-কর্মীদের নিকট থেকে তথ্যা সংগ্রহের জন্য একটি নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করতে দেয়া হয়। সারাদেশে সাংগঠনিক চিত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক এই ফরমে, জেলা কমিটি গঠনের তারিখ ও ধরন, মেয়াদ-উত্তীর্ণ হয়ে থাকলে এখনো নতুন কমিটি গঠিত না হওয়ার ফলে জেলা নেতাদের অতীতে কি পদ ছিল, ছাত্র হয়ে থাকলে তার বিস্তারিত বিবরণ, বৈবাহিক অবস্থা, অধীনস্থ ইউনিটগুলোর অবস্থা লিখে দেন জেলার নেতা-কর্মীরা। এছাড়া ফরমে বিএনপির সাথে সম্পর্ক, জেলায় সংগঠন পরিচালনার সবচে বড় অন্তরায় সম্পর্কে নেতা-কর্মীদের বক্তব্য নেয়া হয়। এর পাশাপাশি অধিক যোগ্য ৫ জন ছাত্রদল

১৫-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

র্যায়ে ছাত্রদলের চালচিত্র-২

নেতার নাম লিখে দেন নেতাকর্মীরা। কমিটি করার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য এই নামের তালিকাকে বিবেচনায় রাখা হবে বলে জানা গেছে। তথ্য সংগ্রহে তারেক রহমানের এ উদ্যোগকে সানন্দে গ্রহণ করেছে সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা। এ নিয়ে সর্বমহলে প্রশংসার বাণী উচ্চারিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের নেতাদের নিজ বিভাগে না পাঠিয়ে অন্য বিভাগে পাঠানোর কৌশলকেও স্বাগত জানিয়েছে নেতাকর্মীরা। তারা মনে করে, এর ফলে কেন্দ্রীয় টিম কারো দ্বারা প্রভাবিত হবে না এবং কোন কর্মীর প্রতি অবিচার করা হবে না। এছাড়া সফরকালে কোন মন্ত্রী কিংবা স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে ছাত্রদলের টিম সদস্যদের প্রতি ছিল কঠোর বিধি-নিষেধ।

রাজশাহী বিভাগে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় টিমে সাবেক ছাত্রনেতা ছিলেন ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিএনপির তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক নাজিম উদ্দীন আলম এমপি ও ডাকসুর সাবেক জিএস খায়রুল কবির খোকন। টিম লিডার ছিলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহবায়ক সাজিজুল বারী হেলাল। টিমের অন্য সদস্যরা ছিলেন ছাত্রদলের আহবায়ক কমিটির সদস্য ফরহাদ হোসেন আজাদ, আব্দুল কাদের জুয়েল ও মিজানুর রহমান খোকন। রাজশাহী বিভাগে ছাত্রদলের সাংগঠনিক জেলা ২০টি। তন্মধ্যে দিনাজপুর হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন জেলা শাখা হিসেবে ঘোষণা করে সফরকারী কেন্দ্রীয় টিম। বাকি ১৯ জেলার মধ্যে বগুড়া ছাড়া সকল শাখার কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে কয়েক বছর আগে। সফরকারী টিম ১৬টি জেলার কমিটি ভেঙে নতুন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন ও সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জেলা শাখাসমূহের বেশীর ভাগ সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক বিবাহিত। তাদের ছাত্রত্বও শেষ হয়ে গেছে। রাজশাহী মহানগর শাখায় ছাত্রদলের সাংগঠনিক অবস্থা ভালো হলেও সিটির মেয়র ও বিএনপি নেতা সাবেক মন্ত্রী কবির হোসেনের গ্রুপিং ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে ছাত্রদলের কার্যক্রমে। মহানগর ছাত্রদল সভাপতি এলএলবি পাস করেছেন। তিনি এখন ছাত্রদল ছেড়ে বিএনপি করতে ইচ্ছুক। রাজশাহী জেলায় ছাত্রদলের অবস্থা সুদৃঢ়। জেলা সভাপতি মিজানুর রহমান খোকন বর্তমানে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটির সদস্য। তবে গোটা বিভাগের মধ্যে ছাত্রদলের অবস্থা সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জন্মস্থান বগুড়া জেলায়। বর্তমান কমিটির মেয়াদ আরো চার মাস আছে।

সিরাজগঞ্জ জেলায় ছাত্রদলের তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ৮ বছর আগের। সভাপতি একাই প্রভাব খাটান নেতাকর্মীদের ওপর। নানা গ্রুপিং থাকার কারণে সাংগঠনিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। নেতাকর্মীদের অবস্থা ভালো হলেও জেলা শাখার গ্রুপিং এখানে প্রভাব ফেলছে। জয়পুরহাট জেলায় ছাত্রদলের অবস্থা ভালো নয়। সদর এমপি ও বাইরের এমপির চরম অন্তঃকোন্দলের কারণে ছাত্রদলসহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন দ্বিধা-বিভক্ত। পাঁচ বছর আগের কমিটির আহবায়কের সম্মানজনকভাবে বিদায় দেয়ার জন্য তাকেই আহবায়ক করে সম্মেলন প্রস্তুত কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের প্রাধান্য থাকায় ছাত্রদলের অবস্থা ততটা সুবিধাজনক নয়। ৩ বছর আগের গঠন করা আহবায়ক কমিটির আহবায়ক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। অধিকাংশ ছাত্রদল নেতাকর্মী চাকরি নিয়ে চলে গেছেন।

রাজশাহী বিভাগে সফরকারী টিমের সাবেক ছাত্রনেতা নাজিম উদ্দিন আলম এমপি সফর সম্পর্কে বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশনায় এবং তারেক রহমানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই সাংগঠনিক সফর ছাত্রদলের মাঝে গতির সঞ্চার করেছে। '৯০-এর পূর্বে ছাত্রদের মাঝে ছাত্রদলের যে অবস্থা ছিল এবার ছাত্রদের মাঝে সে ধরনের গতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রায় সকল জেলায় ছাত্রদল নেতাকর্মীরা নিয়মিত ছাত্রদের দিয়ে নেতৃত্ব গঠনের আইডিয়া গ্রহণ করেছে। জেলায় জেলায় ঘোষিত সম্মেলন সফল হলে এই সাংগঠনিক সফর আরো সার্থক হবে।

দলনেতা আজিজুল বারী হেলাল বলেন, এই সাংগঠনিক সফরে গোটা উত্তরবঙ্গে যেসব এলাকায় স্থবিরতা ছিল তা কেটে গেছে। নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি জানান, ১৬টি জেলায় সম্মেলন প্রস্তুত কমিটি গঠনের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় কমিটিকে সক্রিয় করা হয়েছে। ১৭টি জেলায় সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। টিমের সদস্য ফরহাদ হোসেন আজাদ বলেন, এই সফরের মাধ্যমে ছাত্ররাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ ও গতি সৃষ্টি হয়েছে।

সিলেট বিভাগে সাংগঠনিক সফরে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় টিমে সাবেক ছাত্রনেতা হিসেবে ছিলেন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি, আওয়ামী লীগবিরোধী আন্দোলনে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের অন্যতম নেতা হাবিবুন্নবী সোহেল। টিম নেতা হিসেবে ছিলেন ছাত্রদল কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটির সদস্য এটিএম আব্দুল বারী ড্যানী। অন্য সদস্যরা হলেন- কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শামসুজ্জামান মেহেদী ও শাম্মী আকতার। সিলেট বিভাগে ছাত্রদলের সাংগঠনিক জেলা ৬টি। এর মধ্যে ৩টি জেলায় ছাত্রদলের কমিটি নেই। বাকি তিনটি জেলার সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকবৃন্দের বেশীর ভাগই অছাত্র ও বিবাহিত। অধিকাংশ জেলায় সম্মেলনের জন্য আহবায়ক কমিটি প্রস্তুত করেছে সফরকারী টিম। শিগগিরই এগুলো ঘোষণা করা হবে। টিম নেতা আব্দুল বারী ড্যানী সফর সম্পর্কে বলেন, সারাদেশে ছাত্রদলকে সুসংগঠিত করতে এই সাংগঠনিক সফর একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সফরের কেটে গেছে। নেতাকর্মীদের মাঝে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও গতির সঞ্চার হয়েছে। টিমের অন্যতম সদস্য শামসুজ্জামান মেহেদী বলেন, সফরের ফলে ছাত্রদলের বন্ধ্যাত্ব দূর হয়ে মেধাবী ও তরুণ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সিলেট জেলায় ছাত্রদলের সাংগঠনিক অবস্থা বেশ ভালো। কিন্তু জেলায় বিএনপির আভ্যন্তরীণ কোন্দলে নেতাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ও মতপার্থক্যের কারণে সাংগঠনিক দৃঢ়তা অর্জন হয়নি। বরং আভ্যন্তরীণ কোন্দলে জর্জরিত ছাত্রদলের সাংগঠনিক অবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। ছাত্রদলের গ্রুপিং-এ বিএনপি নেতারা মদদ যোগায় বলে অভিযোগ রয়েছে। জেলা বিএনপির ছাত্রদলের কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করায় হতাশা বিরাজ করছে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের মাঝে। জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ছাত্ররাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়ে নতুনদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিতে আগ্রহী। কেন্দ্রীয় টিমের সাংগঠনিক সফরে ব্যাপক সাড়া পড়েছে নেতাকর্মীদের মাঝে। বিএনপির কারণে ছাত্রদল চার ভাগে বিভক্ত থাকলেও কেন্দ্রীয় টিমের সাথে তারা এক সাথে বসে মতামত ব্যক্ত করেছে। সিলেট সিটি কর্পোরেশন হওয়ায় ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিলেট মহানগরকে নতুন জেলা শাখা ঘোষণা করেন সফরকারী নেতারা। এর ফলে অনেক নেতাকর্মীর রাজনীতি করার সুযোগ সৃষ্টি এবং গ্রুপিং কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে বর্ণনা করছেন কেন্দ্রীয় নেতারা।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের কোন কমিটি নেই। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে একটি কমিটি করা হলেও দুই গ্রুপের গণ্ডগোলের কারণে কমিটি স্থগিত করা হয়। জেলায় কোন্দলের প্রভাব এখানেও বিদ্যমান। বিশ্ববিদ্যালয়ে নেতাকর্মীদের মাঝে স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মাঝে দ্বন্দ্ব কাজ করেছে। নেতাকর্মীরা চায় সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য নেতাকর্মীদের দিয়ে কমিটি করতে। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের এলাকা মৌলভীবাজার জেলায় ছাত্রদল অত্যন্ত শক্তিশালী। নেতাকর্মীরা জেলায় নতুন নেতৃত্ব চায়। সুনামগঞ্জ জেলায় ছাত্রদলের সাংগঠনিক অবস্থা একেবারে নাজুক। জেলা সভাপতি বিবাহিত, তার ছাত্রত্ব নেই। জেলার অধিকাংশ থানা, পৌর ও ডিগ্রী কলেজ শাখার কমিটি মেয়াদোত্তীর্ণ। নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা আছে। নতুন নেতৃত্ব প্রত্যাশী নেতাকর্মীরা। হবিগঞ্জ জেলায় ছাত্রদলের আহবায়ক কমিটির মেয়াদ আরো আগেই শেষ হয়েছে। সাংগঠনিক অবস্থা খুব একটা শক্তিশালী নয়। উল্লেখযোগ্য কোন কোন্দল নেই। তবে কয়েকদিন আগে বিএনপি ও যুবদলের মধ্যে গ্রুপিংকে কেন্দ্র করে ছুরিকাঘাত করা হয় জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব এনামুল হক সেলিম ও ছাত্রদল নেতা আব্দুল আহাদকে। এ জেলায় আগামী ১০ অক্টোবর সম্মেলনের তারিখ দিয়েছে।

পাবনার ঈশ্বরদী থানায় স্থানীয় দুই বিএনপি নেতার দ্বন্দ্বে ছাত্রদল জড়িয়ে গেছে। গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রামে বিএনপির জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে কোন্দলের কারণে ছাত্রদল দু'ভাগে বিভক্ত। গ্রুপিং-কোন্দলেও দুই জেলার ছাত্রদলের অবস্থা নাজেহাল। গাইবান্ধা জেলায় বিএনপির অবস্থান না থাকার কারণে এর প্রভাব পড়ছে ছাত্রদলে। লালমনিরহাট জেলায় ছাত্রদলের আহবায়ক কমিটি ৩ বছর আগের। এই কমিটি ছাত্রদলের অনুমোদিত নয়। মন্ত্রীর করা কমিটি বর্তমানে নিষ্ক্রিয়। জেলায় একজন উপমন্ত্রীর সাথে স্থানীয় যুবদল সভাপতির গ্রুপিং ছাত্রদলকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। সাংগঠনিক অবস্থা নাজুক। সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নয়- বরং গ্রুপিং নিয়ে ব্যস্ত সবাই। রংপুর, সৈয়দপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় ছাত্রদলের সাংগঠনিক ভালো। আবার নীলফামারী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা দু'টিতে সাংগঠনিক চিত্র এর বিপরীত। নীলফামারীতে ছাত্রদল একেবারে স্থবির। সাংগঠনিক অবস্থান বলতে কিছু নেই। ৩ বছর আগে গঠিত আহবায়ক কমিটির অধিকাংশই ছাত্ররাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন।

সাংগঠনিক স্থবিরতা কাটাতে বিএনপিও কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সদরের এমপি ও বাইরের দুই এমপির গ্রুপিং-এ জর্জরিত ছাত্রদল। গত ৪ বছর ধরে সেখানে ছাত্রদলের কোন কমিটি নেই। তবে গ্রুপ আছে তিনটি।

সূত্র জানায়, পঞ্চগড়ে ছাত্রদলের অবস্থা মোটামুটি ভালো। নওগাঁ জেলায় অবস্থান সুদৃঢ়, তবে বিএনপির আভ্যন্তরীণ কোন্দলের প্রভাব আছে ছাত্রদলে। দিনাজপুর জেলায় ছাত্রদলের অনুমোদিত কমিটি ভেঙে দেয়া হয়েছে। বর্তমান কমিটির সভাপতির অবস্থান ভালো হলেও সাধারণ সম্পাদকের সাথে যুবদলের নেতাকর্মীরা ছাড়া ছাত্রদলের তেমন কেউ নেই। নতুন শাখা হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় ছাত্রদল